ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী- ১৩
জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)
১৭.
বছরদেড়েক আগের কথা। হিলসাইডের রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে বজলুর মনে পড়ে গেলো সেই দিনটির কথা। কী পাগলামীটাই না করেছিল কনা। জ্যামাইকা এলাকায় এখন অনেক বাঙ্গালিদের দোকানপাট। ’ডিসকাউন্ট’ নামের সেই দোকানটা এখনও আছে বটে তবে মালিকানা বদলে গেছে। কনাও আর নেই। কোথায় গেছে তাও জানে না বজলু। কনা ইসলাম প্রায়ই বলত ও যেদিন থাকবে না সেদিন এই দোকানও থাকবে না। দোকানের ওনার নাকি ওর উপর এতটাই ডিপেনডেন্ট ছিল যে ওকে ছাড়া দোকান চলবে না। আসলে এই দোকানটার মালিক কনাই ছিল। বজলু জেনেছে। কনা ছিল খুব অহংকারী মেয়ে। এমনি দেখতে হাসি খুশী কিন্তু ভিতরে ভিতরে ছিল প্রচন্ড অহংকার। কনার অহংকারের কারণ হচ্ছে সে নিজে একজন লেখক এবং তার এক ভাই মন্ত্রী।
বজলু মাত্র এসেছে দেশ থেকে। একটু বিশ্রাম করে নিয়েছে। তিন চার দিনের আগে ওর জেটল্যাগ যায়না। পড়ে পড়ে শুধু ঘুমায়। লং আইল্যান্ডে দুই রুমের এপার্টমেন্টে থাকে। সুন্দর করে গোছানো। নিউইয়র্কে বিশীরভাগ বাঙ্গলিরা যেভাবে কোনোরকম মাথা গুজে থাকে বজলু ওরকম না। ওরা শুধু পয়সা চেনে। খরচ করার সাহস নাই। অনেকে আছে পনেরো বছর ধরে এই শহরে আছে কিন্তু কোনোদিন নিউইয়র্কের বাইরে কোথাও যায়নি। চেনেও না কিছু। লুঙ্গি পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাছা চুলকায় আর পানের পিক ফেলে। একটা রুমে পাঁচজন/ দশজন মিলে থাকে। ঘরে ঢোকা যায়না গন্ধে। কার বউ কার সঙ্গে থাকে তার কোনো হদিস থাকেনা প্রায়শই। বজলু এইসব লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকে। কমিউনিটির লীডারদের কাছ মারায় না সহজে। ওদের কাজ হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপি করা আর পত্রিকায় ছবি ছাপার জন্য ব্যস্ত থাকা। দেশে থেকে পাচার করা টাকা দিয়ে ফুটানি মারা। অনেকেতো বাঙ্গালি হয়ে বাঙ্গালিদের পথে বসিয়ে দিতে ব্যস্ত। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার নাম করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া। পুলিশ সারাক্ষনই এদের পিছনে নজরদারী করে।
বজলুকে কেউ বেশী ঘাটাতে সাহস পায়না। ও যেমন সাহসী তেমনি স্ট্রেইটকাট কথা বলে। কাউকে তোয়াক্কা করে না। তবে সবার সাথেই চমৎকার রিলেশন মেইটেইন করে চলে। প্রচুর বন্ধু ওর নউইয়র্কে। সেটাই স্বাভাবিক। বজলুর মতো সুদর্শন, মিষ্টভাষী আর পয়সাওয়ালার বন্ধুর অভাব হওয়ার কথা না। দু’হাতে বজলু পয়সা ওরায়। কানাডাতে ওর অনেক বন্ধু আছে। প্রায়ই ঢুঁমারে। ঘোরা হচ্ছে বজলুর প্রধান নেশা।

বাবু নামে একটি ছেলে ওর সাথে থাকে। বাবু ঠিক ওর বন্ধু না হলেও ওকে যথেষ্ট পছন্দ করে বজলু। বজলুর নিউইয়র্কে মোবাইল ফোনের দোকান আছে। টি মোবাইল। এস্টোরিয়াতে। মাসে ওর কম করে হলেও দশ বারো হাজার ডলার ইনকাম। ও যখন থাকে না তখন বাবুই সব দেখাশুনা করে। খুউব বিশ্বাসী। বাবুর উপর নির্ভর করা যায়। চুরি চামারির অভ্যাস নাই। তিন বছর ধরে বাবু আছে। কাগজ হয়নি। বাবুর চমৎকার রান্নার হাত।

বজলু একা একাই হাঁটছিল জ্যামাইকার এ দিকটা দিয়ে। ওর এক বন্ধু আছে এখানে। একটা লিকারের দোকানে কাজ করে। অনেক বছর ধরে একই দোকানে কাজ করছে। পাকিস্তানী মালিক। বন্ধুটিকে খুব পছন্দ করে। ওর ওখানেই এসেছিল। একটা বাকারডি রাম কিনেছে। রাসবেরী ফ্লেভার। বজলুর প্রিয় ড্রিংকস। ডিসকাউন্ট নামের দোকানটা দেখে ঢুকে পড়লো। বেশ বড় দোকান। সবকিছুই আছে দেখলো। কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে ট্রাভেল ব্যাগ পর্যন্ত। এক সাইডে চা কফির ব্যবস্থাও রেখেছে।

তখন সন্ধ্যা। ভিতরে ঢুকে দেখলো কাস্টমার কেউ নেই। একটি ফর্সা মতো মেয়ে ক্যাশকাউন্টারে বসে বাংলা পত্রিকা পড়ছে। মেয়েটি প্রথমে বেশ একটু তাচ্ছিল্যের সাথে বজলুর দিকে তাকালো। যা হয় আর কি। প্রবাসী বাঙ্গালিদের একটা হামবরা ভাবতো থাকেই। কোনো কারণ ছাড়াই থাকে। বজলু এসব গায়ে মাখে না। বজলুকে উড়িয়ে দেয়া এতো সহজ হবে না ও জানে।

মেয়েটির মুখটা গোলগাল। চশমা পড়া। চশমার আড়ালে ভাসা ভাসা দুটো চোখ। একেই হয়ত বলে কাজল কালো চোখ। গোফে হালকা পশমের রেখা। মনে হয় শেভ করে। ভরা বক্ষ। তেমন কোনো খাদ নেই। মশ্রিন গলার ভাজ। চোখে চোখ পড়তেই বজলু মিস্টি করে হেসে বলল, আপনার দোকানটা বেশ সুন্দর করে সাজানো। পত্রিকা পড়া দেখেই বুঝেছি আপনি বাঙ্গালি এবং শুধু তাই নয় আপনি ভালো লেখেনও। ছবি দেখেছি।

বজলু একনাগারে কথাগুলো বলে গেলো। যা যা বললে একটি মেয়ে খুশী হতে পারে তাই বললো বজলু। মেয়েদের খুশী করা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজের একটি জেনেও বজলু সেই চেষ্টাই করলো। মেয়েদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সে নিজেই ভালো জানে না সে কি চায়। তার চাওয়াটা কেমন। কিভাবে সুখী হতে হয় তাও ভালো জানা নেই। কিভাবে সুখী রাখতে হয় সম্ভবত তাও না। এসবই অবশ্য বজলুর নিজস্ব বিশ্লেষন। বজলু লক্ষ করলো মেয়েটির মুখ থেকে তাচ্ছিল্যের ভাবটুকু সরে গিয়ে একটা খুশীর ভাব ফুটে উঠছে। চিকন ঠোঁটের নিচে আলতো হাসি ঝুলে আছে। বজলু বুঝতে পারছে ওর দেয়া পথ্য কাজে লাগছে। ওর থলেতে আরো পথ্য আছে। দরকার হলে কাজে লাগাবে। অহংকারী মেয়েদের কিভাবে পথে আনতে হয় বজলু সেটা ভালো জানেনা বটে তবে চেষ্টা করতে দোষ নেই কিছু। বজলু নিজে স্বভাবে অহংকারী নয় তবে স্পর্শকাতর।

মেয়েটি তার গজ দাত বের করে হেসে বললো, আপনি আমার লেখা পড়েন!

আমি ভীষন ভক্ত। একটু কায়দা করে বলল।

আমার না লেখার!
আগে লেখার ছিলাম এখন দুটোরই।
ওহ্ থ্যাংকস। হাসলো মেয়েটি। হাসিটা বেশ ভালো। কেমন যেনো বুকের মধ্যে গেঁথে থাকে। মেয়েরা কেনো যে এই হাসি হারিয়ে ফেলে! বজলু বুঝে পায় না।
আপনার গল্পগুলো খুব রোমান্টিক। বিশেষ করে 'বলাকা' গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে।
মাইগড! আপিনি ওটা পড়েছেন! আমারতো ধারনা ছিল ছেলেরা এসব পড়েনা। তাদের এতো সময় আছে নাকি!
সবার লেখা পড়ি না। আপনার লেখা পড়ি।
কাকতলীয়ভাবে বজলু লেখাটা সত্যি পড়েছিল। এখন কাজে লাগছে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই ফেলনা না।
এইফাকে মেয়েটি বজলুর জন্য কফি বানিয়ে ফেলেছে। বেশ প্রফুল্ল। বলল, আপনার মোবাইল ফোনের দোকান আছে তাইনা! আপনাকে দেখেছি এস্টোরিয়াতে।
এই টুকটাক করে খাচ্ছি।
বেশ ভালো ব্যবসা তো।
আচ্ছা লেখকরা কী তাদের লেখার মতোই রোমান্টিক! প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে চায়না বজলু।
কনা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, কি জানি।
আপনি!
আমি কী!
লেখার মতো রোমান্টিক!
মেয়েটি দাতে দাত কামড়ে কয়েক সেকেন্ড কি ভাবলো। ভঙ্গিটা সুন্দর। লেখককে পছন্দ হয়ে গেলো বজলুর। প্রথমের তাচ্ছিল্যের ভাবটুকু ইগনোর করলে আর সবই ভালো। বজলু ভাবলো বন্ধুত্বের জন্য বৈবাহিক স্ট্যাটাস ও বয়স কোনো বাধা হতে পারে না। ধর্মও নয়। এটা বজলুর সারাজীবনের আদর্শ।
আচ্ছা আপনি কি একটু এদিকে আসবেন!
কোথায়!
বেসমেন্টে।
কোনো!
আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো।
বজলু কোনো দ্বিধা না করেই বেসমেন্টে গেলো। রাজ্যের জিনিস বেসমেন্টে। সিঁড়ির শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দুজন। খুব কাছাকাছি। কনার নিঃশ্বাস বজলুর মুখে। কনা এরপর যা করলো তা সিনেমাকেও হার মানায়। বজলুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। একবারই মাত্র। তবে সেই চুম্বনে ছিল গভীর আশ্লেষ। বজলু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর উপরে উঠে এলো।

বজলু আসার সময় বলেছিল কনা তুমি আসলেই রোমান্টিক!
এভাবেই শুরু হয়েছিল ওদের সম্পর্ক।
পরবর্তীতে বজলু টের পেয়েছিল কনা মেয়েটি কতখানি ডেঞ্জারাস রোমান্টিক। সুযোগ পেলেই ছুটে আসতো বজলুর লংআইল্যান্ডের বাসায়। না হয় ওকেই ডাকতো। কনা নিজের মতো করে পেতে চাইতো সবকিছু। অন্যের অসুবিধার কথা ভাবত চাইতোনা মোটেই। বজলু বুঝতে পারছিল কনা কোনো কিছু নিজের মতো করে ঘটাতে না পারলে লেখার মধ্যে তার শোধ নিত। তীব্র জ্বালা ফুটিয়ে তুলত। দু'একবার বজলুকেও আক্রমন করেছে লেখার মাধ্যমে। যখনই বুঝতে পেরেছে বজলু আর ওর গ্রিফে নেই সেদিন থেকেই বজলু হয়ে উঠেছে ওর প্রধান শত্রু। মেয়েদের প্রতিহিংসা খুবই ভয়াবহ। অন্যকে ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। বজলু অনেক কৌশলে কনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কনা শেষ পর্যন্ত বজলুকে পুরোপুরী ত্যাগ করেছিল। কনা ছিল স্যাডিস্ট। এটাই সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার কারন হতে পারে। (চলবে)

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
jasimmallik.wordpress.com